দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ · 19 · JAN 20 ৩ …
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

গোদাগাড়ীতে স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসায় ডোনেশন নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের নামে ব্যাপক চাঁদাবাজি

মোঃ হায়দার আলী ॥ রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলাসহ পৌরসভা এলাকার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে চাকরি নামের সোনার হরিণটি ধরার জন্য ডোনেশনের নামে শিক্ষক প্রতি ১ লাখ হতে দেড় লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। সর্বোচ্চ দরদাতা যেমন অগ্রাধিকার পায় তেমনি গোদাগাড়ীর বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে বেশী ঘুষদাতা চাকরি পাচ্ছে। অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ায় বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নগামী হচ্ছে। বেকার যুবক-যুবতীরা নিজের শেষ সম্বল ভিটেমাটি, আসবাবপত্র বিক্রি করে ডোনেশনের প্রতিযোগিতায় নামছে। কিন্তু বছরের পর বছর বেতন-ভাতা না পেয়ে তারা আরও বেকার হয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ডোনেশনের বেশিরভাগ টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কাজে না এসে ব্যক্তিগত কাজে বেশী ব্যবহার হচ্ছে। আবার ডোনেশনের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সাথে ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিং বডির সদস্যদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক বছরে ২ জন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পেয়েছে এমনকি ২ জন প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে হাতাহাতি, সংঘর্ষ হওয়ার নজিরবিহীন ঘটনাও ঘটেছে। তার পরেও ডোনেশন প্রক্রিয়া অবাধে চলছে। নিয়োগের এ অসাধু প্রক্রিয়ার কারণে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দলীয়করণ করা হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সরকারী এক বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় প্রভাষক, শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মচারী নিয়োগের বিনিময়ে অর্থগ্রহণের কোন্ নিয়ম নেই। অথচ ৯৫ ভাগ স্কুল, কলেজ এবং ৭৫ ভাগ মাদ্রাসায় ডোনেশনের প্রথা এখন ওপেন সিক্রেট। এ অর্থ লেনদেনের কোন প্রমাণ ও সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ উত্থাপন না হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা শিক্ষা অধিদপ্তর সব কিছু জেনেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। যতই যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা থাকুক না কেন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডোনেশনের নামে ঘুষ না দিলে সাধারণ চাকরি মিলে না। নাম প্রকাশ না করা শর্তে গোদাগাড়ীর একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা দৈনিক ইনকিলাবকে জানান, গোদাগাড়ীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডোনেশনের ব্যবসা চলছে অবাধে। ডোনেশন, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণের জন্য ভাল ও

মানসম্মত পাঠদানে সক্ষম শিক্ষক নিয়োগ পাচ্ছে না। অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ার ফলে তারা শ্রেণী কক্ষে উন্নত পাঠদানে পুরাপুরি ব্যর্থ হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। ফলে পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নকল করতে গিয়ে শিক্ষা জীবনের শুরুতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে শিক্ষাজীবন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি রাজশাহী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল বারী এ প্রতিবেদককে জানান, ডোনেশন নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হলে তারা মানসম্পন্ন পাঠদানে একেবারেই ব্যর্থ। তিনি বলেন, ডোনেশন প্রথাসহ সকল ত্রুটিপূর্ণ প্রথা বাতিল করে অবিলম্বে বেসরকারী পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মেধা যাচাই করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া উচিত। একই মন্তব্য করেন বাশিসের গোদাগাড়ী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক, প্রেমতুলি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহদুল হক। ডোনেশনের বেশীর ভাগ অর্থ স্থানীয় প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান প্রধান, ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিং বডির সদস্যদের মাঝে ভাগাভাগি

হয়ে থাকে বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে ৪০ থেকে ৬০ হাজার, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৯০ হাজার থেকে ১ লাখ ৩০ হাজার, কলেজগুলোতে ১ লাখ থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ডোনেশন নেয়া হয়। মাদ্রাসাগুলোতে ডোনেশনের রেট কিছুটা কম (৬০ থেকে ৮০ হাজার)। তবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডোনেশনের রেট অনেক বেশী। চাকরি নামের সোনার হরিণ ধরার আশায় শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা

শেষ সম্বল ভিটেমাটি, আসবাবপত্র, গরু-মহিষ, হালের বলদ বিক্রি করে ডোনেশনের প্রতিযোগিতায় নামছেন। এ ব্যাপারে গোদাগাড়ী পৌরসভার চেয়ারম্যান ও পৌর শাখার বিএনপি সেক্রেটারী মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী জানান, শিক্ষক নিয়োগে ডোনেশন প্রথা শিক্ষার মান উন্নয়নের একটি প্রধান অন্তরায়। মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষকতা পেশায় আনা না গেলে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। সম্প্রতি শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট আয়োজিত শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী আলহাজ্ব ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক এ প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কে বেশী অনুদান দিতে পারে তার মেধা যাই হোক তাকেই নিয়োগ দেয়া হয়। এটা এক ধরনের সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজির শামিল। শিক্ষক প্রতি ১ লাখ থেকে ২ লাখ টাকা অনুদান নেয়া হয়। এটা শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। একজন ভাল শিক্ষক জাতিকে ভাল সন্তান উপহার দিতে পারে। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে নকল ও শিক্ষক নিয়োগে অনুদান নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

সচেতন মহল শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ডোনেশন, স্বজনপ্রীতি বাতিল করার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।